কালের কণ্ঠ

তারিখ 13 OCT 2017
পৃষ্ঠা ৬ ২

বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ

পুলিশ ছাড়াই মাদরাসাছাত্রীর বিয়ে ঠেকাল 'ঘাসফড়িং'

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

ময়মনসিংহের নান্দাইল পৌরসভার দশালিয়া গ্রামে এবার পুলিশের সাহায্য ছাড়াই অষ্টম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক মাদরাসাছাত্রীর বাল্যবিয়ে ঠেকিয়ে দিয়েছে 'ঘাসফড়িং'। গতকাল বৃহস্পতিবার বাল্যবিবাহ নিরোধ দিবসে এই বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু খবর পেয়ে সেই বিয়ে থেকে ওই ছাত্রীকে রক্ষা করে ঘাসফড়িংয়ের দল। ওই ছাত্রীর নাম রিমা আক্তার (১৫)।

মুন্সীগঞ্জের লৌহজং উপজেলার কনকসার ইউনিয়নের বেদেপল্লীতে বাল্যবিয়ে ঠেকালেন ইউএনও মো. মনির হোসেন। গতকাল ওই পল্লীতে ১৪ বছর বয়সী এক বেদেকন্যার বিয়ের আয়োজন চলছিল। তার নাম নূপুর আক্তার (১৪)। সে কনকসার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলায় বাল্যবিয়ে রেজিস্ট্রি করার দায়ে বিয়ে রেজিস্ট্রারকে ২৮ দিন ও মেয়ের দুলাভাইকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে মেয়ের নানাকে ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

মুন্সীগঞ্জে বাল্যবিয়ে ঠেকালেন ইউএনও

■

ফরিদপুরে কাজিকে কারাদণ্ড

ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) **প্রতিনিধি** জানান, নান্দাইল পৌরসভার দশালিয়া গ্রামের আব্দুল মন্নাছের মেয়ে রিমা আক্তার (১৫)। সে স্থানীয় চারআনিপাড়া মহিলা কওমি মাদরাসার অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। পাশের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার নাউড়ি গ্রামের হাসিম উদ্দিনের ছেলে আল-আমীনের (২২) সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়। গতকাল বিয়ের দিন ধার্য ছিল। বিয়েতে লক্ষাধিক টাকা যৌতুকও দেওয়ার কথা ছিল। এর মধ্যে নান্দাইল পাইলট বালিকা বিদ্যালয়ের সাত ছাত্রী স্নেহা বর্মণ, সানজিদা ইসলাম ছোঁয়া, লিজুয়ানা তাবাসসুম, জীবননিসা খানম শ্যামা, জান্নাতুল ইসলাম প্রান্তি, জান্নাতুল আক্তারের কাছে বাল্যবিয়ের খবর আসে, যারা ঘাসফড়িং নামে পরিচিত।

ঘাসফড়িংয়ের একজন সানজিদা ইসলাম ছোঁয়া জানায়, তারা তখন বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে পাঠ নিচ্ছিল। প্রধান শিক্ষক আব্দুল খালেকের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে দুই ঘণ্টার ছুটির আবেদন করে। ছুটি মঞ্জুরের পর সরাসরি ওই বিয়েবাড়িতে যায় তারা। সেখানে গিয়ে কনের মাকে অনুরোধ করে জন্ম নিবন্ধন অনুযায়ী তাঁর মেয়ের ১৮ বছর হয়নি। তারা বিয়ে বন্ধ করতে বলে। প্রথমে তাদের অনুরোধ না রেখে ক্ষিপ্ত হয়ে যায় কনের পরিবার। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ পুলিশের ভয় দেখালে আরো ক্ষিপ্ত হয় পরিবারের লোকজন। এই অবস্থায় স্থানীয় কাউন্সিলর খাইরুল ইসলাম মানিক ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে ঘাসফড়িং দলটিকে আশ্বস্ত করেন বিয়ের বয়স না হওয়া পর্যন্ত এই বিয়ে হবে না।

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, মুন্সীগঞ্জের লৌহজং উপজেলার কনকসার ইউনিয়নের বেদেপল্লীতে বাল্যবিয়ে ঠেকালেন ইউএনও মো. মনির হোসেন। তিনি বলেন, 'কনকসার ইউনিয়নের বেদেপল্লীতে বাল্যবিয়ে হচ্ছে—এমন খবর পেয়ে মেয়ের মা-বাবাকে ডেকে আনি। পরে তাঁরা বাল্যবিয়ে দেবেন না মর্মে মুচলেকা দিলে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।'

ফরিদপুর থেকে **নিজস্ব প্রতিবেদক** জানান, ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, মধুখালী উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের দামদরদী গ্রামে বুধবার রাতে হাবিল শেখ তাঁর ১৪ বছরের মেয়ে পিংকিকে (১৪) বিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নেন। ইউনিয়নের বিয়ে রেজিস্ট্রার (কাজি) আব্দুস সালাম খান বিয়ে রেজিস্ট্রি করেন। বাল্যবিয়ের খবর পেয়ে ইউএনও লুৎফুন নাহার দ্রুত ওই বাড়িতে হাজির হলে কাজি পালিয়ে যান। এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালত মেয়ের দুলাভাই রিপন মোল্লাকে আটক করে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।